

মসজিদ এবং বাড়িতে চেয়ারে নামাজ পড়া

নামাজ নষ্ট হওয়ার কারণ এবং বিদায়াতে সাইয়্যিয়াহ ও কাত্ত্বী হারাম। জায়েজ বলা কুফরী

সংক্রান্ত দলিল ভিত্তিক আলোচনা

সান্তাহার আঞ্জুমানে আল-বাইয়্যিনাত

কেন এই সংকলন?

সম্মানিত পাঠক, বর্তমানে আমরা বিভিন্ন মসজিদে লক্ষ্য করি সাড়িবদ্ধভাবে চেয়ার সাজানো। খুবই দুঃখজনক কথা হলো মানুষ মসজিদকে ইবাদতের স্থানের বদলে আরাম আয়েশ ও খাওয়া-দাওয়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেছে (নাউজুবিল্লাহ)। আমাদের মুসল্লিগণের সারা বাংলাদেশ ঘোড়াফেরা করতে কষ্ট ও ব্যাথ্যা অনুভব হয়না অথচ মসজিদে এসে নানান অযুহাত দেখা যায়। এখানে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বর্তমানে নামধারি আলেম সমাজ ও মসজিদের ইমামগণ বেশী দায়ী। তারা মসজিদকে ইবাদতের স্থানের বদলে আরাম আয়েশের জায়গায় রুপান্তর করতে নিজেরা চেয়ার-টুল ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। এমনকি তারা নিজেরাই চেয়ারে নামাজ পড়া জায়েজ ফতোয়া দেয় (নাউজুবিল্লাহ)। কোনো ব্যাক্তি যদি মাজুর বা অসুস্থ হয় তার জন্য ঘরে নামাজ পড়া উত্তম। শরীয়তের ফায়সালা অনুযায়ী সারা বাংলাদেশ হাটাচলা করতে পারা ব্যাক্তি কখনোই মাজুর হিসেবে বিবেচিত নয় এটা একটি মস্তিষ্ক বিকৃতি মানুষেও বুঝতে পারবে। অথচ আমাদের আলেম সমাজের এ ব্যাপারে কোনো বাক-প্রতিবাদ নেই। সেইক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে এই সমান্য মুখপত্রটি সংকলন করা হলো।

আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন (সুরা বাকার্হ-১১১ ও সূরা আন-নামল-৬৪) নং আয়াতে বলেনঃ-

قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

“যদি সত্যবাদি হও তো দলিল পেশ করো”

আমার এই লেখা গুলো কুরআন-হাদিস-ইজমা ও কিয়াস সমর্থিত দলিল ভিত্তিক পেশ করেছি। যদি কারো ক্ষমতা থাকে যে উক্ত দলিল খন্ডন করে প্রমাণ করে।

মূলকথা

পবিত্র কুরআন শরীফ, পবিত্র হাদীছ শরীফ, পবিত্র ইজমা শরীফ ও পবিত্র ক্বিয়াস শরীফ উনাদের দৃষ্টিতে মসজিদের ভিতরে বা মসজিদের বাহিরে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার সঠিক ফায়সালা হচ্ছে, মসজিদের ভিতরে হোক অথবা মসজিদের বাহিরে হোক, দাঁড়াতে সক্ষম হোক অথবা দাঁড়াতে অক্ষম হোক, প্রত্যেক অবস্থাতেই চেয়ার, টেবিল, টুল, বেঞ্চ অথবা অনুরূপ (পা ঝুলে থাকে এমন) কোন আসনে বসে নামায আদায় করা কাট্টা হারাম, নাজায়িয ও বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ এবং নামায বাতিল হওয়ার কারণ। এ ফতওয়াটি ছহীহ্, দলীলভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য। এর খিলাফ কোন ফতওয়াই ছহীহ্, দলীলভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ সম্মানিত ইসলামী শরীয়ত উনার দৃষ্টিতে পবিত্র মসজিদের ভিতরে হোক বা অন্য যেকোনো স্থানেই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়িয নেই। বরং বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ বা হারাম এবং নামায বাতিল হওয়ার কারণ। কেননা নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম, তাবিয়ীন, তাবি-তাবিয়ীন, ইমাম-মুজতাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের কেউ অসুস্থ অবস্থাতেও কখনো চেয়ারে বসে নামায পড়েছেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। এছাড়াও চেয়ারে নামাজ পড়লে খ্রিষ্টানদের উপাসানালয়ের সাদৃশ্যতা অবলম্বন হয় তাই কোনো অবস্থাতে ওয়াজ নসিহত করা ছাড়া নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে চেয়ার প্রবেশ করনো যাবেনা বরং কুফুরী হবে।

পবিত্র নামাযসহ প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রেই নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার মধ্যে উত্তম আদর্শ মুবারক রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

অর্থ: অবশ্যই তোমাদের জন্য নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ মুবারক। সুবহানাল্লাহ! **(পবিত্র সূরা আহযাব শরীফঃ পবিত্র আয়াত শরীফ ২১)**

আর তাই নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ছিহহাতি শান মুবারক প্রকাশ করাবস্থায় (সুস্থাবস্থায়) কিভাবে নামায আদায় করেছেন তা যেরূপ সম্মানিত শরীয়ত উনার মধ্যে বর্ণিত

রয়েছে তদ্রুপ মারীদ্বী শান মুবারক প্রকাশ করাবস্থায় (অসুস্থাবস্থায়) কিভাবে পবিত্র নামায আদায় করেছেন তাও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিষয়ে এত মতভেদের কি কারণ থাকতে পারে? নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি মারীদ্বী শান মুবারক প্রকাশ করাবস্থায় (অসুস্থাবস্থায়) কিভাবে নামায আদায় করেছেন সেটা লক্ষ্য করলেই তো হয়।

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে-

عن حضرت مالك بن الحويرث رضى الله تعالى عنه قال لنا رسول الله ﷺ صلوا كما رأيتمونى اصلى

অর্থ: হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরিছ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বর্ণনা করেন, নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা ঐভাবে নামায পড়ো, যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছো। **(বুখারী শরীফ হাদিস নং- ৬০০৮, মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ হাদিস নং-৬৮৯)**

তাই আসুন এখন আমরা দেখে নেই যে, নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি মারীদ্বি শান মুবারক প্রকাশ করাবস্থায় (অসুস্থাবস্থায়) কিভাবে পবিত্র নামায আদায় করেছেন।

যেমন "বুখারী শরীফ" কিতাবের ১ম খন্ডের ৯৫ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কিত একটি অধ্যায় রয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে যে-

صلى النبى ﷺ فى مرضه الذى توفى فيه بالناس وهو جالس

অর্থ: "নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি যে মারীদ্বি (অসুস্থতা) শান মুবারক প্রকাশ করার পর বিছালী শান মুবারক প্রকাশ করেন, উক্ত মারীদ্বি শান মুবারকে তিনি হযরত ছাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদেরকে নিয়ে যমীনে বসেই পবিত্র নামায মুবারক আদায় করেছেন।"

অনুরূপভাবে বুখারী শরীফ উনার বিশ্ববিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ "উমদাতুল ক্বারী" কিতাবের ৫ম খন্ডের ২১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

صلى النبى ﷺ فى مرضه الذى توفى فيه بالناس وهو جالس

অর্থ: "নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি যে মারীদ্বি (অসুস্থতা) শান মুবারক প্রকাশ করার পর বিছালী শান মুবারক প্রকাশ করেন উক্ত মারীদ্বি শান মুবারকে তিনি হযরত ছাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদেরকে নিয়ে যমীনে বসেই পবিত্র নামায মুবারক আদায় করেছেন।"

"বুখারী শরীফ" কিতাবের ১ম খন্ডের ৯৫ পৃষ্ঠায় ৩নং হাশিয়ায় উল্লেখ আছে-

فان النبى ﷺ صلى فى مرضه الذى توفى فيه وهو جالس

অর্থ: "নিশ্চয়ই নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি যে মারীদ্বি (অসুস্থতা) শান মুবারক প্রকাশ করার পর বিছালী শান মুবারক প্রকাশ করেন, উক্ত মারীদ্বি শান মুবারকে তিনি যমীনে বসেই পবিত্র নামায মুবারক আদায় করেছেন।"

"উমদাতুল ক্বারী" কিতাবের ৫ম খন্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

فان النبى ﷺ صلى فى مرضه الذى توفى فيه وهو جالس

অর্থ: "নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি যে মারীদ্বি (অসুস্থতা) শান মুবারক প্রকাশ করার পর বিছালী শান মুবারক প্রকাশ করেন উক্ত মারীদ্বি শান মুবারক প্রকাশ করার পর তিনি হযরত ছাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদেরকে নিয়ে যমীনে বসেই পবিত্র নামায মুবারক আদায় করেছেন।"

অসুস্থ ব্যক্তির নামায পড়া নিয়ে প্রশ্ন ও তার উত্তর:-

(১)

প্রশ্নঃ- বর্তমানে দেখা যায় মানুষ একটু কোমড় ব্যাথা কিংবা হাটু ব্যাথ্যায় চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করে তাদের নামাজ কি আদায় হবে?

উত্তরঃ- আজকাল আমাদের দেশে চেয়ারে বসে নামায পড়া ফ্যাশন হয়ে গেছে। যা কিছুতেই কাম্য নয়। এখানে কয়েকটি বিষয় ভাল করে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অক্ষম ও অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে নামায আদায় করবে তা পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ও ফিক্বাহর কিতাবসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে-

عن حضرت عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال كانت بى بواسير فسألت النبى ﷺ عن الصلوة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

অর্থ : হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, আমি অর্শ্ব রোগে আক্রান্ত ছিলাম। এজন্য আমি হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে নামায আদায় করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "আপনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবেন, যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে না পারেন তাহলে বসে আদায় করবেন। যদি তাও না পারেন, তাহলে শুয়ে আদায় করবেন।" **(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৫০, তিরমীযি শরীফ, আস সুনান, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৫)**

১ নং মাসআলা

যে ব্যক্তি রুকু সেজদা করতে সক্ষম উক্ত ব্যক্তি যদি মাটিতে বা চেয়ারে বসে নামায পড়ে তাহলে উক্ত ব্যক্তির নামায হবে না। কারণ রুকু সেজদা নামাযের ফরজ রুকন। তা ওজর ছাড়া ছেড়ে দিলে নামায হবে না।

من فرائضها القيام فى فرض لقادر عليه وعلى السجود، الدر المختار مع رد المحتار (232/2)

এমনকি যদি কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। উক্ত ব্যক্তি যদি যতটুকু সময় দাঁড়াতে পারে ততটুকু সময় দাঁড়ানোর চেষ্টা না করেই বসে নামায পড়ে, তাহলেও উক্ত ব্যক্তির নামায হবে না। যতক্ষণ সময় দাঁড়াতে পারে ততক্ষণ দাঁড়াবে। তারপর যখন দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে যাবে, তখন বসে যাবে। এমনকি যদি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে বা হেলান দিয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে যদি নিকটে লাঠি থাকে বা হেলান দেবার সুযোগ থাকে, তাহলে লাঠিতে ভর দিয়ে বা হেলান দিয়ে হলেও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। বসবে না। যদি লাঠি বা হেলান দেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অযথাই বসে নামায পড়ে তাহলেও উক্ত ব্যক্তির নামায হবে না।

তবে যদি একদম দাঁড়াতেই না পারে, বা দাঁড়ালে মাথা ঘুরে পড়ে যায় বা প্রচন্ড ব্যাথা হয়, তাহলে বসে নামায পড়ার সুযোগ রয়েছে। হালকা ব্যাথ্যায় এমন ভাবে নামাযের সুযোগ নেই।

وان قدر على بعض القيام ولو متكئا على عصا أو حائط قام لزوما وما قدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل، (الدر المختار مع رد المحتار-267/2)

২ নং মাসআলা

যে ব্যক্তি বসে রুকু ও সেজদা করতে সক্ষম উক্ত ব্যক্তির জন্য মাটিতে বা চেয়ারে বসে নামায জায়েজ নয়। সেজদা করতে সক্ষম হওয়া সত্বেও মাটিতে বা চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায হবে না। কারণ সেজদা নামাযের একটি স্বতন্ত্র রুকন। যা কোন কারণ ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। আর নামাযের কোন ফরজ রুকন কারণ ছাড়া ছেড়ে দিলে নামায হয় না।

وإن عجز عن القيام وقدر على القعود، فإنه يصلى المكتوبة قاعدا بركوع وسجود ولا يجزيه غير ذلك، (تاتارخانية-667/2)

(২)

প্রশ্নঃ- যারা দাঁড়াতে পারে কিন্তু রুকু বা সিজদা করতে হাটু কিংবা কোমড়ে ব্যাথা বা ক্ষতি হতে পারে তারা কিভাবে নামাজ আদায় করবে?

উত্তরঃ- দ্বীনি শরীয়তে আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন তার বান্দা উনাদের প্রত্যেক সমস্যার সমাধান দিয়ে দিয়েছেন। ইসলামের চতুর্থ ও পঞ্চম যুগের মুজতাহিদ ও ফক্বিহে কিরাম রহমাতুল্লহি আলাইহিম উনারা দ্বীন ইসলামের প্রায় সকল মাসায়ালার সুষ্ঠ ফায়সালার মাধ্যমে একত্রিত করে দিয়েছেন যার কারণে আমরা তাদের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক মাসায়ালা থেকে যেকোনো প্রকার সমস্যার সমাধান করতে পারি। ইংশাআল্লাহ প্রত্যেকটি মাসায়ালা দলিল ভিত্তিক আলোচনা করা হবে।

সমস্যা ও তার সমাধান

যেসব কারণে নামাজে দাড়ানোর ফরজ রহিত হয়ে যায়ঃ-

(১) হাকীকী বা মৌলিক: এমন অক্ষম, যে দাঁড়াতেই পারবেনা।

(২) হুকমী বা বিধানগত: এমন অক্ষম নয় যে, দাঁড়ানো সম্ভব না, বরং দাঁড়ালে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা অথবা দুর্বলতার থাকে, যা শরীয়তের অক্ষমতা বলে বিবেচিত হবে। এছাড়াও অসহনীয় ব্যাথ্যা হতে পারে, এসব অবস্থায় কিয়াম বা দাঁড়ানোর বিধান রহিত হয়ে যায়।
দাঁড়ানোর পর রুকু বা সিজদা করতে হাটু কিংবা কোমড়ে ব্যাথা বা ক্ষতি হতে পারে এই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যাক্তি জমিনে বসে রুকু ও সিজদা করবে। যদি সিজদা দিতে কষ্ট হয় তাহলে তা ইশারায় আদায় করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে রুকুর চেয়ে মাথা একটু নিচু করতে হবে। এক্ষেত্রে সে যেভাবে পা বিছিয়ে সুবিধা সেভাবে পা বিছিয়ে নামাজ আদায় করতে পারবে। যদি পা পশ্চিম দিকে সুবিধা হয় তো সেদিকে দিয়েও নামাজ আদায় করতে পারবে। **(ফতোয়ায়ে আলমগীরি, ২য় খন্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা , দুর্‌রুল মুখতার , ২য় খন্ড ২৬৭ পৃষ্ঠা, ফতোয়ায়ে শামী , ২য় খন্ড ৫৬৯ পৃষ্ঠা)**

বিঃদ্রঃ- দাঁড়ানোর পর রুকু বা সিজদা করতে হাটু কিংবা কোমড়ে সামান্য ব্যাথা বা ক্ষতি হতে পারে এই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যাক্তি কিয়াম বা না দাড়িয়ে জমিনে বসে ইশারায় রুকু ও সিজদা করে নামায আদায় করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। সামান্য সমস্যা ইসলামী শরীয়তে ওজর হিসেবে বিবেচিত নয়। **(ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া , ২য় খন্ড ৬৬৭ পৃষ্ঠা , দুর্‌রুল মুখতার মাআ রুদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড ৫৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩)

প্রশ্নঃ- যারা দাঁড়াতে পারেনা এবং রুকু ও সিজদা করতে পারেনা তারা কিভাবে নামাজ পড়বে?

উত্তরঃ- যারা একদম দাঁড়াতে পারেনা এবং রুকু ও সিজদা করতে পারেনা তারা মাজুর বলে বিবেচিত হবে এক্ষেত্রে তারা বিছানায় শুয়ে থেকে সম্পূর্ণ নামায ইশারায় আদায় করবে। পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে-

عن حضرت عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال كانت بى بواسير فسألت النبى ﷺ عن الصلوة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

অর্থ : হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, আমি অশ্ব রোগে আক্রান্ত ছিলাম। এজন্য আমি হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে নামায আদায় করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, “আপনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবেন,

যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে না পারেন তাহলে বসে আদায় করবেন। যদি তাও না পারেন, তাহলে শুয়ে আদায় করবেন।" **(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৫০, তিরমীযি শরীফ, আস সুনান, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৫)**

(৪)

প্রশ্নঃ- কোনো ব্যাক্তি স্বাভাবিক হাটাচালা করে কিন্তু মসজিদে এসে মামুলি বাহানা করে হালকা কোমড় ব্যাথায় চেয়ারে নামাজ আদায় করে উক্ত ব্যাক্তির নামাজের ফায়সালা কি?

উত্তরঃ- পবিত্র কুরআন শরীফ, পবিত্র হাদীছ শরীফ, পবিত্র ইজমা শরীফ ও পবিত্র ক্বিয়াস শরীফ উনাদের দৃষ্টিতে মসজিদের ভিতরে বা মসজিদের বাহিরে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার সঠিক ফায়সালা হচ্ছে, মসজিদের ভিতরে হোক অথবা মসজিদের বাহিরে হোক, দাঁড়াতে সক্ষম হোক অথবা দাঁড়াতে অক্ষম হোক, প্রত্যেক অবস্থাতেই চেয়ার, টেবিল, টুল, বেঞ্চ অথবা অনুরূপ (পা ঝুলে থাকে এমন) কোন আসনে বসে নামায আদায় করা কাট্টা হারাম, নাজায়িয ও বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ এবং নামায বাতিল হওয়ার কারণ। এ ফতওয়াটি ছহীহ, দলীলভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য। এর খিলাফ কোন ফতওয়াই ছহীহ, দলীলভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ সম্মানিত ইসলামী শরীয়ত উনার দৃষ্টিতে পবিত্র মসজিদের ভিতরে হোক বা অন্য যেকোনো স্থানেই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়িয নেই। বরং বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ বা হারাম এবং নামায বাতিল হওয়ার কারণ। কেননা নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম, তাবিয়ীন, তাবি-তাবিয়ীন, ইমাম-মুজতাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের কেউ অসুস্থ অবস্থাতেও কখনো চেয়ারে বসে নামায পড়েছেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। এছাড়াও চেয়ারে নামাজ পড়লে খ্রিষ্টানদের উপাসানালয়ের সাদৃশ্যতা অবলম্বন হয় তাই কোনো অবস্থাতে মসজিদে চেয়ার প্রবেশ করনো যাবেনা বরং কুফুরী হবে।

মামুলি বাহানা করে কোমড় ব্যাথার নামে চেয়ারে নামাজ আদায় করা উক্ত ব্যাক্তির নামাজের ফায়সালা হলো উক্ত ব্যাক্তির নামাজ ফরয কিয়াম, রুকু ও সিজদা তরকের কারণে নামাজ ফাসিদ হয়ে গেছে। তাই তাকে পুণরায় নামাজ আদায় করে নিতে হবে।

من فرائضها القيام فی فرض لقادر عليه وعلى السجود، الدر المختار (مع رد المحتار-132/2)

(৫)

প্রশ্নঃ- সকল ওলামায়ে দেওবন্দ ও মুফতীরা ফতোয়া দেয় যে চেয়ারে নামাজ পড়া জায়েজ, তারা কি না জেনে ফতোয়া দেয় এমনকি মাওলানা আহম্মদ শফী উনিও চেয়ারে নামাজ আদায় করে, এছাড়াও সৌদিতেও চেয়ারে নামাজ পড়তে দেখা যায় , যদি চেয়ারে নামাজ হারাম হতো তাহলে তারা আদায় করে কেন?

উত্তরঃ- নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম, তাবিয়ীন, তাবি-তাবিয়ীন, ইমাম-মুজতাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের কেউ অসুস্থ অবস্থাতেও কখনো চেয়ারে বসে নামায পড়েছেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। অথচ তখনও বর্তমানের মত চেয়ার, টুল ইত্যাদি ছিল। সৌদি আরবের আমল কিংবা কোনো মুফতী-মুহাদ্দিসের ব্যাক্তিগত মতামত ইসলামের দলিল নয়। যদি কোনো ফায়সালা কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক করা হয় তাহলে আমাদের মানতে সমস্যা নেই. কিন্তু,যদি তা হয় সুন্নাহ বিরোধি তাহলে সেটা যত বড়ই মৌলভি প্রচলন করুক না কেন তা প্রত্যাখাত। যদি মনে করা হয়, বর্তমানে অনেক নতুন নতুন রোগ আবিষ্কৃত হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ- কোমড়ে হাড় ক্ষয়, মাজার হাড় বৃদ্ধি, হাটুতে সমস্যা ইত্যাদি। তাহলে আপনার কাছে প্রশ্ন:- হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম, তাবিয়ীন, তাবি-তাবিয়ীন, ইমাম-মুজতাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের যুগে কি এমন সমস্যা ছিলোনা? বরং তাদের যুগেও এমন সমস্যা ছিল কিন্তু,- কোমড় হাড় ক্ষয়, মাজার হাড় বৃদ্ধি, হাটুতে সমস্যাতো ছিলোই তার থেকেও ভয়াবহ সমস্যা ছিলো। উহুদ, বদর, খন্দক সহ অসংখ্য যুদ্ধে সাহাবীরা আহত হয়েছিল। এমনকি নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনিও ঘোড়া হতে পড়ে যেয়ে পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন তারপরেও উনি ২৯ দিন মাটিতে বসেই জামাতে নামাজ পড়িয়েছেন। দেখুন হাদিসটি:-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ،

فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا، وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ". وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ " إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ".

অর্থঃ- আনাস ইব্‌নু মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উনার থেকে বর্ণিত ঃ- আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা ঘোড়া হতে পড়ে গেলেন, এতে তিনি পায়ের ‘গোছায়’ অথবা (রাবী বলেছেন) ‘কাঁধে’ আঘাত পান। তিনি তাঁর স্ত্রীদের হতে এক মাসের জন্য পৃথক হয়ে থাকেন। তখন তিনি ঘরের উপরের কক্ষে অবস্থান করেন যার সিঁড়ি ছিল খেজুর গাছের কান্ডের তৈরি। সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি তাঁদের নিয়ে মাটিতে বসে সালাত আদায় করলেন, আর তাঁরা ছিলেন দাঁড়ানো। .... অতঃপর ঊনত্রিশ দিন পূর্ণ হলে তিনি নেমে আসলেন। তখন লোকেরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন। তিনি বললেনঃ এ মাস ঊনত্রিশ দিনের। **(সহিহ বুখারি শরীফ, আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৬৫, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৭১)**

হুজুর পাক ছল্লায়াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনি নিজে এত গুরুতর আহত হওয়ার পড়েও চেয়ার কিংবা টুলে বসে নামাজ আদায় করেনি, এছাড়াও সাহাবী কিরাম আলাইহিমুস সালাম উনারা অনেকেই যুদ্ধে আহত ও চোট পেয়েছেন কিন্তু কেউ কখোনো চেয়ার কিংবা টুলে বসে নামাজ আদায় করেনি। এছাড়াও চার মাজাহাবের ইমামগণ থেকে শুরু করে সকল ইমাম-মুজতাহিদগণ কেউ চেয়ারে নামাজ পড়েননাই। কিন্তু ১৪শ হিজরী শতকের শুরুর দিকে কিছু নামধারী আলেমেরা চেয়ারে নামাজ পড়া বৈধ বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু, সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা ভুক্ত এবং ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের একাংশ যেকোনো অবস্থায় চেয়ারে নামাজ পড়া বিদায়াতে সাইয়্যিাহ ও হারাম ঘোষণা দেয়। **(বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা- প্রকাশ : ১ জুন, ২০১৫)**

চেয়ারে নামাজ বিদায়াত ও হারাম তার দলিল ভিত্তিক আলোচনাঃ-

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে আরও বর্ণিত রয়েছে-

عن حضرت جابر رضى الله تعالى عنه فى صلوة المريض المومئ يصلى على وسادة صل على الارض ان استطعت و الا فاوم ايماء واجل سجودك اخفض ركوعك

অর্থ : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে বর্ণিত রয়েছে, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি এক অসুস্থ ছাহাবী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনাকে দেখতে যান। তখন ওই ছাহাবী তিনি অসুস্থতার কারণে নামাযের মধ্যে একটি বালিশের উপর সিজদা করছিলেন। হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বালিশটি সরিয়ে ফেলেন এবং বলেন, "আপনি যদি সক্ষম হন তাহলে মাটির উপর নামায আদায় করবেন। তাতে সক্ষম না হলে ইশারায় নামায আদায় করবেন। আপনার সিজদাকে রুকুর চেয়ে একটু বেশি নিচু করবেন।" **(মুসনাদের বাযযার, সুনান বায়হাক্বী হাদিস নং-৪৩৫৯)**

<u>পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে আরও বর্ণিত রয়েছে-</u>

انما سنة الصلوة ان تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى

অর্থ : "নিশ্চয়ই নামাযের সুন্নত হলো যে, তোমার ডান পা খাড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে রাখবে।" **(বুখারী শরীফ ১/১৬৫)**

উপরে বর্ণিত পবিত্র হাদীছ শরীফসমূহ উনাদের দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, সাধারণভাবে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে হবে। দাঁড়াতে না পারলে বসে নামায আদায় করতে হবে। বসে আদায় করতে না পারলে শুয়ে নামায আদায় করতে হবে। স্মরণীয় যে, নামাযে দাঁড়ানো বলতে কোন কিছুর মধ্যে ঠেস বা হেলান না দিয়ে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানোকে বুঝানো হয়েছে। বসা বলতে নামাযে যেভাবে বসার নিয়ম; যমীনে বসা, অপরাগবশত চার জানু হয়েও বসতে পারে। একইভাবে শোয়া বলতে সাধারণভাবে পার্শ্বদেশে শোয়াকে বুঝনো হয়েছে। উল্লেখ্য, নামাযে দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া এ তিন অবস্থা দ্বারা সরাসরি যমীনের উপর দাঁড়িয়ে যমীনের উপর বসে এবং যমীনের উপর শুয়ে নামায আদায় করতে হবে। আর যমীন বলতে সরাসরি যমীন অথবা ঘরের মেঝে অথবা বিছানা হতে পারে। যেখানে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে নামায আদায় করা যায়।

উল্লেখ্য, পবিত্র মসজিদে জামায়াতে নামায আদায় করার হুকুম ওই ব্যক্তির জন্য যে সুস্থ। আর যে অসুস্থ তার জন্য পবিত্র মসজিদ ও পবিত্র জামায়াত কোনটিরই হুকুম নেই। যেমন পবিত্র মসজিদে গিয়ে পবিত্র জামায়াতে

নামায আদায় করার হুকুম নেই মুসাফির, মহিলা ও বালকের জন্য। তারা তাদের সুবিধা মতো নিজ ঘরে বা অবস্থানস্থলেই পবিত্র নামায আদায় করে নিবে। একইভাবে অসুস্থ ব্যক্তি তার সুবিধা অনুযায়ী নিজ ঘরে বা অবস্থানস্থলেই পবিত্র নামায আদায় করে নিবে। স্মরণীয় যে, পবিত্র হাদীছ শরীফ এবং পবিত্র ফিক্বাহর কিতাবসমূহে পবিত্র নামাযে বসার যে তরতীব বা নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে, সে নিয়মে চেয়ার বা টুলে বসা অসম্ভব। কাজেই চেয়ার বা টুলে বসে পবিত্র নামায আদায় করলে পবিত্র নামাযে বসার যে পবিত্র সুন্নত রয়েছে তা বাদ হয়ে যায়।

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها

অর্থ : "যখনই কোন সম্প্রদায় একটি বিদয়াত সৃষ্টি করেছে, তখনই একটি পবিত্র সুন্নত বিলুপ্ত হয়েছে।" (মুসনাদে আহমদ ৪র্থ খন্ড ১০৫ পৃষ্ঠা , মিশকাত শরীফ)

অতএব প্রমাণিত হলো যে, চেয়ার বা টুলে বসে পবিত্র নামায আদায় করার অর্থ হচ্ছে বিদয়াতের প্রচলন করা। আর পবিত্র কুরআন শরীফ ও পবিত্র সুন্নাহ শরীফ উনাদের বিরোধী প্রত্যেকটি কথা বা কাজই হচ্ছে বিদয়াতের অন্ড়র্ভুক্ত। প্রত্যেক বিদয়াতই গুমরাহী এবং এর অনুসরণকারীরা গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামী।

হাদিস শরীফে উল্ল্যেখ আছেঃ-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ- যে আমাদের এই ধর্মে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে বা বিদায়াত চালু করে যা ধর্মের অন্তর্গত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" **(বুখারী হাঃ নং ২৬৯৭, মুসলিম হাঃ নং ১৭১৮)**

কাজেই, পবিত্র মসজিদ হোক কিংবা নিজ ঘরে বা বাড়িতেই হোক যেখানে স্বাভাবিক বসার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে চেয়ার বা টুলে বসে পবিত্র নামায আদায় করা স্পষ্ট বিদয়াত ও গুমরাহী এবং এর অনুসারী ও সমর্থনকারীরা বিদয়াতী ও গুমরাহ।

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে রয়েছে, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

অর্থ : "যে ব্যক্তি কোন বিদয়াতীকে সম্মান দেখালো, নিশ্চয়ই সে দ্বীন ইসলাম উনাকে ধ্বংসের কাজে সাহায্য করলো।" নাউযুবিল্লাহ! **(বায়হাক্বী, মিশকাত হাদিস নং-১৮৯)**

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে রয়েছে, "নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

من را منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وفى رواية ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখে সে যেন তা হাত দ্বারা বাধা দেয়। যদি সে তা হাত দ্বারা বাধা দিতে না পারে তাহলে সে যেন যবান দ্বারা বাধা দেয়। যদি যবানের দ্বারাও বাধা দিতে না পারে তাহলে যেন অন্তরে তা ঘৃণা করে উক্ত অন্যায় কাজ থেকে দূরে সরে থাকে। আর এটা সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়।" অন্য হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে এসেছে, "এরপর ঈমানের আর সরিষা পরিমাণ অংশও অবশিষ্ট থাকে না।" **(মুসলিম শরীফ, রিয়াদুস সলিহিন হাদিস নং-১৮৪)**

পবিত্র এ হাদীছ শরীফ উনার থেকে প্রতিভাত হলো যে, যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যায় কাজে বাধা দিবেনা তাদের সরিষা পরিমাণও ঈমান নেই।

প্রকাশ থাকে যে, পবিত্র নামায উনার ফরযসমূহ উনাদের মধ্যে একটি ফরয হচ্ছে ক্বিয়াম বা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। কাজেই দাঁড়িয়ে পবিত্র নামায পড়তে সক্ষম হলে বসে পবিত্র নামায পড়লে শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে বসে পবিত্র নামায পড়তে সক্ষম হলে শুয়ে পবিত্র নামায পড়লে শুদ্ধ হবে না।

কুওল শরীফ

وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين ʘ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ʘ

অর্থ : "হে মানবজাতি! অবশ্যই মহান আল্লাহ পাক উনার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্যে তাশরীফ মুবারক এনেছেন মহান নছীহত মুবারক দানকারী, তোমাদের অন্তরের সকল ব্যাধিসমূহ শিফা মুবারক দানকারী,কুল-কায়িনাতের মহান হিদায়েত মুবারক দানকারী ও খাছভাবে ঈমানদারদের জন্য, আমভাবে সমস্ত কায়িনাতের জন্য মহান রহমত মুবারক দানকারী (নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। হে আমার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি উম্মাহকে বলে দিন, মহান আল্লাহ পাক তিনি সম্মানিত ফদ্বল বা অনুগ্রহ মুবারক ও সম্মানিত রহমত মুবারক হিসেবে উনার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে হাদিয়া মুবারক করেছেন; সেজন্য তারা যেনো সম্মানিত ঈদ উদযাপন তথা খুশি মুবারক প্রকাশ করে। এই খুশি মুবারক প্রকাশ বা ঈদ করাটা সেসব কিছু থেকে উত্তম, যা তারা দুনিয়া-আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে।" **(পবিত্র সূরা ইউনুস শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৫৭-৫৮)**

**** পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-**

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

অর্থ : "অতএব তোমরা যদি না জান তবে যারা আহলে যিকির উনাদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।" **(পবিত্র সূরা আম্বিয়া শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৭)**

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন আমিন

==========================

সমাপ্ত